কি হেরিলাম আমি

সুরভী মুনির

শুরুর কথা: বাংলা সিডনী হাবিবের কনসার্টের উপর ফোরাম আলোচনা শুরু করলো। সিডনীতে হাবিবের ভক্ত এবং নিন্দুকের সংখ্যা তো কম নয়- তাই আলোচনা আর নিন্দার অভাব হলো না। তবে বেশ জম জমাট আলোচনা হলো বটে। তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে প্রস্তাব এলো এই সব কথাগুলো যেন রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করা হয়। সেই জটিল কাজটি করার জন্য আমার বন্ধু (নাকি শত্রু?) আবদুল্লাহ রানা অনুরোধ করলো। আর ওয়েব মাষ্টার সেটা লুফে নিল। হাবিবের প্রতি আমার ভালো লাগার কথা না হয় না ই বললাম। সব মিলিয়ে লেখার দায়িত্বটা নিয়ে নিলাম। এখানে যা বলা হবে তা কেবল আমার কথা নয়। অনেকজনের মতামতের উপর ভিত্তি করে এটা তৈরী করা হলো। অতএব, এটা বাংলা সিডনীর কোন প্রতিনিধি নয়- বরং হাবিবের অনুষ্ঠানের অনেকজন দর্শকদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মিডিয়ার সহজ নিয়মে বাংলা-সিডনীর একজন পড়ুয়া/মতামত যদি ৫ জন কে প্রতিনিধিত্ব করে তাহলে বলা যাবে যে এই লেখার লেখক প্রায় ৩২০ (৫ X৭৯) জন। যারা মন্তব্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করবেন তারা মূল আলোচনা গুলো পড়ে দেখবেন।

এ কোথায় এলাম?

এনমোর থিয়েটাওে এর আগে যাওয়া হয়ে উঠেনি। তাই দেখা হয় নি। পাচঁটায় পৌছে দেখি তেমন কোন মানুষ নেই। মনে হলো এরাও ঐ সব বাঙালীর অনুষ্টানের মত ছয়টার অনূষ্ঠান আটটায় শুরু করবে আর আমাদের মেজাজ এমন তিরিক্ষে পৌছাবে যে অনুষ্ঠান দেখার মজাই ভুলে যাব। টিকেট যখন কিনেছি- তখন তো বাড়ী আর ফিরে যাওয়া যাবে না। আমি চারিদিকে ঘুরে ফিরে দেখি। বাহ

সবাই বেশ ফূর্তিতেই আছে। কারো হাতে বিয়ার, কোক, সিগারেট..কেউ আবার কফিতে চুমুক দিয়ে নিচ্ছে । এই করেই ছটা বাজিয়ে দিলাম। অনুষ্ঠানের শুরু নেই কেন? বোধহয় আয়োজকদের ঘড়ি ঠিক ছিল না। অনুষ্ঠান শুরু হলো ছ'টা পয়ত্রিশে।

চমৎকার ষ্টেজ। এ তো এই কনসার্টের জন্যই তৈরী -অতএব ভালো না হয়ে যায় কোথায়? বাঙালীদের এহেন অনুষ্ঠান নেই যেখানে সাউন্ড নিয়ে ঝামেলা হয়নি। কিন্ত এবার ব্যাতিক্রম হলো। চমৎকার সাউন্ড সিষ্টেম। কেউ কেউ বলেছে- গান একটু নাকি জোড়ে হয়েছে। আরে বাবা..এটা তো কনসার্ট - জোড়ে তো হবেই।

হাবিব গান গাইলো। চমৎকার সুর, মিউজিক কম্পোজিশন। নিন্দুকেরা বলে হাবিব গান গাইতে পারে না। ও নাকি ভালো মিউজিসিয়ান। যারা এসব বলে তারা নিশ্চয় খুব ভালো গান গায়। আচ্ছা তা হলে তাদের নাম আমরা জানি না কেন? হাবিবের নামে হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশে খাবি খাচ্ছে কেণ?

উত্তর একটাই- হাবিব বাংলা গানে এমন মাদকতা এনেছে যা বাংলা গানের ঘারানা বদলে দিয়েছে। সুর, মিউজিক, গায়কী সব মিলিয়ে হাবিব এখন নাম্বার ওয়ান। অতএব নিন্দুকের মুখ ছাই।

এবার বলি আলোর কথা। ও বাবা..এতো ভয়াবহ চমৎকার। একসাথে এতগুলো লাইটের কারসাজি আর কোন বাঙালী অনুষ্টানে দেখা গেছে? না..আমার মনে পড়ে না। কারো মনে পড়ে? আছেন এমন কেউ? নাহ..এমন আলোর আয়োজন এই প্রথম। হাবিবের গানে তো এমন আলোর ই প্রয়োজন। কারো কারো চোখে অবশ্য ধাঁধা লেগেছে এমন উজ্জল আলোতে। ভালোই হয়েছে। এমন ধাঁধা লাগার সময় এখনই। আচ্ছা আলোর পরিকল্পনা টা কে করেছিল? তাকে যে একটা ধন্যবাদ দিতে হয়।

কেউ কেউ বললো হাবিব আসলে গান গায়নি। ঠোট নেড়েছে। আরে বলে কি? পাগল নাকি? আমি তো দিব্যি দেখলাম ও গান গাচ্ছে। না না...গিটার বাজানো খেয়াল করেছেন? আর ড্রাম ? ও তো বাজাতে বাজাতে ঘেমে গেল? গিটার বাজাতে বাজাতে তার ছিড়ে গেল। এবার যে এটা বুঝতে একজন এক্সপার্ট দরকার। আমাদের এক্সপার্ট মন্তব্য দিলো- আসলে হাবিব ভীশন চালাক এবং দক্ষ। সে ট্র্যাকে গান করেনি। তার গান আর বাশি ছিল আসল আর বাকি যন্ত্র কম্পিউটারে বেজেছে। আচ্ছা..আচ্ছা..তার জন্যই কি হাবিব বার বার ল্যাপটপ দিয়ে কি যেন করছিল? ঠিক ধরেছেন। আচ্ছা..হাবিব এমন করলো কেন? গান শুনতে এসে কিনা গিটারের মূকাভিনয় দেখলাম? এতে অবশ্য লাভ আমাদের । এক টিকেটে গান এবং অভিনয় দুই দেখা হোল। এতে অবশ্য দোষের কিছু নেই । এ, আর রহমান ও তার কনসার্টে ট্র্যাক দিয়ে স্পেশাল এফেক্ট দেয়। মূল বিষয় হচ্ছে আপনি গান শুনে মজা পাচ্ছেন কিনা? তাহলে হাবিব মিথ্যা কথা বলেছে। দূর ভাই..সব কিছু এমন সিরিয়াসলি নিয়েন না তো। গান শুনতে আসছেন -গান শুনেন- বিটের তালে তালে নাচেন। কিন্তু নাচব কোথায়? জায়গা নেই তো? কেউ যে মঞ্চের সামনে গিয়ে নাচানাচি করেনি তা নয়। হাত পা তো আর শিকল দিয়ে বাধা না। এমন বিটে চুপচাপ বসে থাকলে লোকে ভাববে- সামথিং রং। কিন্তু সবাই তো আর নাচে না। আর যারা এত পয়সা দিয়ে সামনে টিকেট কিনেছে- তাদের ঘাড়ের উপর এমন নাচানাচি করাটাও ঠিক নয়। অতএব, আয়োজকগন আগামী অনূষ্ঠানে নাচার জন্য আলাদা জায়গা রাখবেন। আর বড় স্ক্রিনে প্রজেকশানের ব্যবস্থা করবেন। মনে থাকবে তো?

বাশিওয়ালার কথা তো বলা হলো না। এই লোক সত্যি সত্যিই বাশি বাজিয়ে শ'য়ে শ'য়ে হৃদয় খুন করেছে। কি অসম্ভব ভালো বাজিয়েছে। বাশের বাশি যে এভাবে বাজানো যায় তা এই অনুষ্ঠানে না শুনলে বিশ্বাসই হোত না। লোকটার নাম যেন কি? হ্যা মনে পড়েছে- জালাল।

আয়োজকদেও সব কিছু ভালো হলেও দুটা বিষয় ঠিক হয়নি। প্রথম বিষয়টি হলো- পিওবিডির পুরষ্কার দেয়া। এটার কি দরকার ছিল? দর্শক গান দেখতে এসেছে- পুরষ্কার বিতরনী নয়। তাতে যা হয়েছে তা হলো- এই নতুন মডেলরা যখন গুণী শিল্পীএলেন খান এর কাছ থেকে পুরষ্কার নিতে এলো তখন সবাই রব তুললো..'বু..বু..বু...'। ভাগ্যিস ঐ অংশটুকু মৌসুমী মার্টিনের মতএকজন দক্ষ উপস্থাপক ম্যানেজ করেছে। মৌসুমী চমৎকার ভাবে এলেন খান আর বিজয়ী দুজনকে এক অসস্থিকর অবস্থা থেকে বাচিয়ে দিয়েছে। দর্শক কিন্তু এলেন থান, মৌসুমী বা বিজয়ীদের উপর বিরক্ত হয় নি । বরং ঐ পুরষ্কারের বিষয়টি ভালো ভাবে নেয় নি। এবার উপস্থাপনার কথা বলি। মৌসুমী আর ফাগুন যখন ফেরদৌস ওয়াহিদ আর হাবিবকে প্রশ্ন করছিল- তখন মৌসুমীর প্রশ্নে সবাই মজা পেলেও ফাগুনের ঘাবড়িয়ে যাওয়াটা অনেককে হাসিয়েছে। ফাগুন হাবিবের প্রশ্নটাই বুঝেনি। পাঁকা আর কাঁচা'র তফাৎটা এখানেই।

কেউ কেউ নাকি গরম পানি আর অতি উত্তেজনায় লাগাম হারিয়ে ফেলেছিল। এমন হোতেই পারে। আর তার জন্যতো চড়া দামের সিকিউরিটি গার্ড ছিল। আয়োজকরা এটা একটু তলিয়ে দেখবেন যেন এসন না হয়।

আর ফ্যাশন শো নিয়ে কোন কথা না বলাই ভালো। এটা না থাকলেই ভালো হতো।

বাঙালীদের যে কোন অনুষ্ঠানের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন দেরী করে শুরু করা, হলের ভিতরে মিসম্যানেজমেন্ট এবং বিরানীর গন্ধ। বিরানীর গন্ধ শুকলেই আমার বিয়ে বাড়ীর কথা মনে হয়। আচ্ছা আমরা এসব অনুষ্ঠানে কি 'কম দামের-ভয়ংকর স্বাদের' বিরানী খেতে আসি? এই প্রশ্ন অনেক আয়োজককে করেছি। তারা বলেছেন- অনুষ্ঠানে খাবার না থাকলে নাকি মানুষ আসবে না। আহারে..কি বোকার স্বর্গেই না তারা বাস করে! হাবিবের অনুষ্ঠানে তো কোন বিরানী বা ঘরে তৈরী খাবার ছিল না..ক'জন অভিযোগ করেছে? দর্শক সংখ্যা কি কম ছিল? আসলে খাবার নয় -অনুষ্ঠানের মান মানুষকে টানে। অন্য আয়োজকদের কি এবার ঘুম ভাঙবে?

সব শেষে যা না বললেই নয়- আয়োজকরা বাংলা কনসার্টের যে ষ্ট্যান্ডার্ড নির্ধারন করে দিল তাতে অন্য কারো জন্য এখন কনসার্ট করা কঠিন হয়ে যাবে। অবশ্য এটা দরকার ছিল। আয়োজকদের ধন্যবাদ।

শেষ কথা: এই প্রবাসে এটাই বোধহয় প্রথম - যেখানে কোন অনুষ্ঠানের রির্পোট যৌথভাবে তৈরী হলো। তা ও আবার দুজন, তিনজন নয়- মিডিয়ার হিসাবে প্রায় ৩২০ জনের মন্তব্য। হাবিবের সাথে সাথে আমরাও (মানে বাংলা সিডনী) একটা ষ্ট্যান্ডার্ড নির্ধারন করে দিলাম কিন্তু। অতএব আমাদেরও কিছু শুভাকাঙ্খী এবং নিন্দুক থাকবে। এই নতুন দলটি যা করে দেখালো- তারপরও যারা 'যারে দেখতে নারি -তার চলন বাঁকা' এই ধ্যানে এই অনুষ্ঠানের কোন অংশকে 'ট্যারা' চোখে দেখতে চেয়েছেন- তাদের জন্য রবিঠাকুরের কবিতা উপহার দিলাম-

হেথা হতে যাও পুরাতন, হেথায় নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছে

আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি

বসন্তের বাতাস বয়েছে।